

✓

**২৬শে নভেম্বর, ২০০০ খ্রীঃ তারিখে অনুষ্ঠিত
যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষের ৭৩ তম বোর্ড সভার কার্যবিবরণী।**

২৬শে নভেম্বর, ২০০০ খ্রীঃ তারিখে মাননীয় যোগাযোগ মন্ত্রী জনাব আনোয়ার হোসেন এম. পি এর সভাপতিত্বে যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষের ৭৩ তম বোর্ড সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত সদস্য ও কর্মকর্তাবৃন্দের নামের তালিকা পরিশিষ্ট-ক তে বর্ণিত আছে।

আলোচ্যসূচী-১ঃ ৭২তম বোর্ড সভার কার্যবিবরণী অনুমোদন।

সভার শুরুতে যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষের ভারপ্রাণ নির্বাহী পরিচালক জনাব মোঃ আব্দুল কাদের মিয়া ৭২ তম বোর্ড সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণের জন্য সভায় উপস্থাপন করেন। ৭২ তম বোর্ড সভার কার্যবিবরণীর সম্পর্কে কোন মন্তব্য আছে কিনা ভারপ্রাণ নির্বাহী পরিচালক সে বিষয়ে সভার সকল সদস্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ৭২ তম বোর্ড সভার কার্যবিবরণীর উপর বোর্ড সদস্যদের কোন মন্তব্য না থাকায় তা সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়।

আলোচ্যসূচী-২ঃ যমুনা বহুমুখী সেতু প্রকল্পের প্রস্তাবিত সংশোধিত (২য়) পিপি প্রসঙ্গে।

যমুনা বহুমুখী সেতু প্রকল্পের প্রস্তাবিত সংশোধিত (২য়) পিপি প্রসঙ্গে ভারপ্রাণ নির্বাহী পরিচালক উল্লেখ করেন যে, অনুমোদিত পিপিতে বরাদ্দের পরিমাণ ছিল ৩৪৪০.৪৯ কোটি টাকা। বিগত জুন' ৯৮ তে প্রকল্পের নির্মাণ কাজ সমাপ্তির পরও কিছু কাজ যেমন : পরিবেশ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম, ঠিকাদারদের উত্থাপিত দাবীসমূহ নিষ্পত্তি এবং ঢাকা-টাঙ্গাইল সড়কের বর্তমান অবস্থা বিবেচনা করে সেতু পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ সহ প্রকল্পের মেয়াদ জুন' ২০০১ সাল পর্যন্ত বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধির কারণসমূহের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন কন্ট্রাক্টের আওতায় চুক্তি বহির্ভূত কিছু অতিরিক্ত কাজ, মূল কর্মসূচী পরিবর্তন, interface সমস্যার জন্য উদ্ভূত অতিরিক্ত কাজ, পশ্চিম ও পূর্ব গাইড বাঁধের নজ্বা পরিবর্তন হেতু অতিরিক্ত কাজ, অতিরিক্ত একটি ড্রেজার মিলিলাইজেশন, চুক্তি নং-৪ এর আওতায় কয়েকটি অতিরিক্ত সেতু ও কালভার্ট নির্মাণ, পশ্চিম তীরে একটি রেলওয়ে ওভার ব্রীজ নির্মাণ ইত্যাদি।

২। ভারপ্রাণ নির্বাহী পরিচালক এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করেন যে, সংশোধিত পিপি'র উপর প্রথমে ২০/৮/৯৮ খ্রীঃ তারিখে এবং পরবর্তীতে ০১/০৮/৯৯ খ্রীঃ তারিখে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পিপিতে প্রস্তাবিত ব্যয়ের উপর পরিকল্পনা কমিশনে ০১/৮/১৯৯৯ খ্রীঃ এবং ১৩/৮/২০০০ খ্রীঃ তারিখে ব্যয় যুক্তিকরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভা এবং ১৬/৮/১৯৯৯ খ্রীঃ তারিখে অনুষ্ঠিত সেতু কর্তৃপক্ষের ৬৯ তম বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রস্তাবিত পিপিতে বিভিন্ন আইটেমের ব্যয় পরীক্ষা নিরীক্ষা করে তার আলোকে ব্যয় পুনঃবিন্যাস করা হয়।

৩। ভারপ্রাণ নির্বাহী পরিচালক প্রস্তাবিত পিপিতে আন্তর্ভূত নিম্নোক্ত নতুন আইটেমসমূহ ব্যয়সহ সভায় অনুমোদনের জন্য পেশ করেন :

(কোটি টাকা)			
ক)	আরডিএ (বগড়া) খাতে প্রকল্প এলাকায় পানি সরবরাহের জন্য গভীর নলকূপ স্থাপন বাবদ	:	০.৫৫
খ)	টোল যন্ত্রপাতি এবং অন্যান্য সুবিধাদী উন্নীতকরণ বাবদ (প্রস্তাবিত)	:	১২.০০
গ)	নিরাপত্তা বেড়া নির্মাণ বাবদ	:	৩.৫০
ঘ)	বাস ষ্ট্যান্ড নির্মাণ বাবদ	:	১.০০
ঙ)	চুক্তি বহির্ভূত রক্ষণাবেক্ষণ বাবদ (প্রয়োজন মোতাবেক)	:	১৫.০০
চ)	রক্ষণাবেক্ষণ এবং টোল আদায়ে উন্নীতকরণে যন্ত্রপাতি আমদানীর জন্য সিডি/ভ্যাট বাবদ	:	২৪.৫০

চ)	সমীক্ষা এবং জরীপ পরিচালনা বাবদ	:	৮.৮০
জ)	অপ্রত্যাশিত কলটেনজেসি	:	১৬০.০০
ঝ)	সেতু পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ ফি	:	৬৬.৮০
ঞ)	সেতু পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ যন্ত্রপাতি	:	১৩.৫০
ট)	থানা স্থাপন (সেতুর উভয় পার্শ্বে)	:	৮.০০
ঠ)	আরবিট্রেশন এবং ডিস্পুট রিভিউ বোর্ড/ফ্যাসিলিটেশন সভা	:	২.০০
ড)	সেতু উন্মুক্তকরণ ব্যয়	:	১.৫০
ঢ)	অস্ত্রবর্তীকালীন রক্ষণাবেক্ষণ	:	৫.৩৫
ন)	বিহু এফ এলাকায় বৈদ্যুতিক সংযোগ	:	৩.৪৯
প)	বৈদেশিক মুদ্রা পরিশোধে লোকশান (মুদ্রা হার পরিবর্তনের কারণে)	:	৮.৮৮

ভারপ্রাণ নির্বাহী পরিচালক প্রস্তাবিত পিপিতে উল্লেখযোগ্য যে সকল আইটেমের ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে সেগুলো সভায় উল্লেখ করে বলেন যে, চুক্তি নং-২ এ ২৮.২২ কোটি টাকা, চুক্তি নং-৩ ও ৪ খাতে ১৪.৬২ কোটি টাকা, সিএসসি ৩৬.০০ কোটি টাকা, এমসি ১০.৮৮ কোটি টাকা, জমি অধিগ্রহণ ১১.৩৭ কোটি টাকা, প্রকল্প ও নদীশাসন মডেল ৩.২৪ কোটি টাকা, সিডি/ভ্যাট ৯৫.৬২ কোটি টাকা, ভ্যাট ও উৎস্য আয়কর ৬০.০০ লক্ষ টাকা, ইত্যাদি।

৪। নির্বাহী পরিচালক আরও উল্লেখ করেন যে, কিছু নতুন আইটেম অন্তর্ভুক্তসহ অন্যান্য আইটেমের ব্যয় হ্রাস এবং বৃদ্ধির ফলে প্রস্তাবিত পিপিতে প্রাকলিত ব্যয়ের পরিমান দাঢ়িয়েছে ৩৮৬৮.৮১ কোটি টাকা (নির্মাণ কাজ বাবদ ৩৭১৫.৭৪ কোটি টাকা এবং সেতু পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ বাবদ (তিনি বছরের জন্য) ১৫২.৬৭ কোটি টাকা)। মোট ব্যয়ের মধ্যে স্থানীয় এবং বৈদেশিক মুদ্রার পরিমান যথাক্রমে ১৪৮৩.৯৬ কোটি টাকা এবং ২৩৮৪.৮৫ কোটি টাকা। অর্থাৎ অনুমোদিত পিপিং'র তুলনায় প্রস্তাবিত সংশোধিত পিপিতে ব্যয় বৃদ্ধির পরিমান প্রায় ১২.৪৩% এর মধ্যে নির্মাণ কাজ বাবদ ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় ৮%। ভারপ্রাণ নির্বাহী পরিচালক এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করেন যে, ইতিপূর্বে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরিত প্রস্তাবিত পিপিতে ব্যয় দেখানো ছিল ৩৯৫১.৫৭ কোটি টাকা। তিনি পরিকল্পনা কমিশনে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পিপিতে অন্তর্ভুক্ত নতুন আইটেম এবং বৃক্ষপ্রাণ আইটেমসমূহের ব্যয়সহ প্রস্তাবিত মোট প্রাকলিত ব্যয় ৩৮৬৮.৮১ কোটি টাকা সভায় অনুমোদনের জন্য পেশ করেন।

৫। সভায় এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনাতে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় :

সিদ্ধান্ত:

যমুনা বহুমুখী সেতু প্রকল্পের প্রস্তাবিত (২য়) সংশোধিত পিপিতে অন্তর্ভুক্ত নতুন আইটেমসমূহ এবং বৃক্ষপ্রাণ অন্যান্য আইটেমসমূহের (অনুচ্ছেদ-৩ এ বর্ণিত) ব্যয়সহ প্রাকলিত সংশোধিত মোট ব্যয় ৩৮৬৮.৮১ (তিনি হাজার আটশত আটষাটি দশমিক চার এক) কোটি টাকা (স্থানীয় এবং বৈদেশিক মুদ্রার পরিমান যথাক্রমে ১৪৮৩.৯৬ কোটি টাকা এবং ২৩৮৪.৮৫ কোটি টাকা) সভায় অনুমোদিত হয়।

আলোচ্যস্থি-৩ : চুক্তি নং-২ এর ঠিকাদারের পেশকৃত দাবী Negotiation এর মাধ্যমে নিষ্পত্তি প্রসঙ্গে।

চুক্তি নং-২ এর ঠিকাদারের পেশকৃত দাবী Negotiation এর মাধ্যমে নিষ্পত্তির বিষয়টি ভারপ্রাণ নির্বাহী পরিচালক বোর্ড সভায় পেশ করে উল্লেখ করেন যে, যমুনা বহুমুখী সেতু প্রকল্পের বিভিন্ন চুক্তির অধীনে উত্থাপিত দাবীসমূহের মধ্যে ইতোমধ্যে চুক্তি নং-১ এর দাবীসমূহ সফলভাবে নিষ্পত্তি করা হয়েছে। চুক্তি নং-২ এর দাবীসমূহ এখনও নিষ্পত্তি করা সম্ভব হয়নি। উক্ত দাবীসমূহ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে বলে তিনি বোর্ডকে অবহিত করেন।

M

২। সেতু কর্তৃপক্ষের ভারপ্রাপ্ত নির্বাহী পরিচালক-এর অনুরোধে আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটির আবহায়ক চুক্তি নং-২ এর Claim নিম্পত্তির বর্তমান অবস্থা সভায় বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, চুক্তি নং-২ এর ঠিকাদার তাদের কাজের জন্য পূর্বে মোট ১০টি Claim দাখিল করেছিল। তবে ঠিকাদার ইতোপূর্বে প্রেরিত Claim-1 এবং Claim-2 বাতিল করে তার স্থলে Claim-10 দাখিল করায় প্রকৃতপক্ষে Claim-এর সংখ্যা দাঁড়ায় ৮-এ। এর মধ্যে ৩টি Claim পূর্বেই DRB-এর মাধ্যমে নিম্পত্তি করা হয়। ফলে অবশিষ্ট ৫টি Claim Negotiation এর মাধ্যমে নিম্পত্তি করার জন্য নির্ধারণ করা হয়। এই Claim-গুলো পুজ্ঞানুপুজ্ঞভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখা হয়েছে। প্রতিটি Claim বিশ্লেষণ করে যবসেকের বক্তব্যসহ একটি Position Paper প্রণয়ন করা হয়েছে এবং এর একটি অনুলিপি Joint Facilitator এবং ঠিকাদারকে দেয়া হয়েছে।

৩। পশ্চিম গাইড বাঁধের slope failure এর কারণে ঠিকাদার Claim-10 দাখিল করেছে। এই slope failure এর জন্য যে ক্ষয়ক্ষতি হয় তা আঁধিকভাবে Insurance Company হতে পুনঃভরণযোগ্য বলে যবসেকের আইন উপদেষ্টা মতামত প্রকাশ করেন। কিন্তু ঠিকাদার Insurance Company এর নিকট কোন দাবী পেশ না করে জেএমবিএ'র নিকট ক্ষতিপূরণ দাবী করে। ঠিকাদারের মতে চুক্তির ১২নং ধারায় unforeseen ground condition এর জন্য সমস্ত ক্ষয়ক্ষতি Employer-কে বহন করতে হবে। তারা চুক্তি অনুযায়ী এ ক্ষয়ক্ষতি পূরণের জন্য Insurance Company এর নিকট Claim দাখিল করতে বাধ্য নয় এবং প্রয়োজনবোধে Employer অর্থাৎ যবসেক Claim দাখিল করতে পারে বলে মত প্রকাশ করে। Insurance Company এর সাথে এ বিষয়ে ঠিকাদারের যে সমস্ত যোগাযোগ হয়েছে জেএমবিএ-কে তার অনুলিপি প্রদানেও তারা প্রথমদিকে অনীহা প্রকাশ করে। অনেক বিলম্বে ঠিকাদার কর্তৃক এ সংক্রান্ত তথ্যাদি সরবরাহ করায় Negotiation বাঁধাগ্রন্ত ও বিলম্বিত হয়। তবে জেএমবিএ'র মতে পশ্চিম গাইড বাঁধের slope failure, unforeseen ground condition এর কারণে না হয়ে অন্যান্য কারণ যথা : design fault বা contractor's working method বা একাধিক কারণেও হতে পারে। দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হওয়ার পরও slope failure এর কারণ এবং insurance সংক্রান্ত বিষয়ে জেএমবিএ এবং ঠিকাদারের মধ্যে মত পার্থক্য দূর করা সম্ভব হয়নি। এ মত পার্থক্য দুরীকরণে Joint Facilitators গণও বিশেষ কোন সাহায্য প্রদান করতে পারেননি যদিও জেএমবিএ এবং ঠিকাদার Negotiation-এর মাধ্যমে claim-গুলো নিম্পত্তির প্রচেষ্টা চালিয়ে যায়।

৪। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, যমুনা সেতু প্রকল্পের উপদেষ্টা প্রতিষ্ঠান (সিএসসি) চুক্তির ৬৭ নং অনুচ্ছেদের আওতায় প্রদত্ত সিদ্ধান্তে Claim-10 এর বিষয়ে ঠিকাদারের সাথে একমত প্রকাশ করেছে। তাছাড়া ঠিকাদার কর্তৃক নিযুক্ত আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন soil experts Mr. Kenji Ishihara ও Mr. Robertson এবং সিএসসি কর্তৃক নিযুক্ত আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন soil expert Prof. Height এ বিষয়টি বিশ্লেষণ করে সরাসরিভাবে না হলেও চুক্তির Clause-12 (unforeseen ground condition)-কেই সমর্থন করেছেন। অন্যদিকে সেতু কর্তৃপক্ষ, স্থানীয় পিওই এবং এমসি Clause-12 এর শর্তকে সমর্থন করেননি। এ সম্পর্কে মতামত প্রদান করে যবসেকের আইন উপদেষ্টা Mr. Patrick Twigg, Q.C. বলেন যে, বিষয়টি আন্তর্জাতিক Arbitration-এ পেশ করা হলে Arbitrator গণ expert evidence-এর উপর নির্ভর করেই তাদের সিদ্ধান্ত প্রদান করবেন বলে ধারণা করা যায়। এমতাবস্থায় Claim-10 এর উপর মতামত প্রদানের জন্য যবসেকের কর্তৃক আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন soil expert Manchester University, UK-এর Prof. Molen-Kamp-কে নিয়োগ করা হয়। কিন্তু তিনিও তাঁর মতামত প্রদান করে পরোক্ষভাবে Clause-12 এর শর্তকেই সমর্থন করেছেন, যা প্রকৃতপক্ষে ঠিকাদার এবং সিএসসি'র অবস্থানকেই সুদৃঢ় করেছে।

৫। আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটির আহবায়ক আরও উল্লেখ করেন যে, ঠিকাদার কর্তৃক মাটি ভরাটের সময় পশ্চিম গাইড বাঁধে প্রয়োজনের অতিরিক্ত এবং ডিজাইন বহির্ভূত মাটি ভরাটের জন্য সিএসসি বিল প্রদান করায় উক্ত ব্যয় পুনঃভরণের জন্য সেতু কর্তৃপক্ষ ঠিকাদার বরাবর একটি counter claim দাখিল করে। তাছাড়া সেতু কর্তৃপক্ষ consequential

loss-এর জন্য আরেকটি counter claim দাখিল করে। এ ফলে সিএসসি ঠিকাদারের পাওনাকে এবং এমসি সেতু কর্তৃপক্ষের counter claim-কে সমর্থন করে। কাজেই এ বিষয়েও সেতু কর্তৃপক্ষ এবং ঠিকাদারের মধ্যে মতপার্থক্য রয়ে গেছে। তবে যেহেতু সিএসসি কর্তৃপক্ষের counter claim গুলো সমর্থন করে নাই, সেহেতু এ counter claim দুটি DRB-তে অথবা Arbitration-এ গ্রহণযোগ্য হবে কিনা সে বিষয়ে সদেহের অবকাশ রয়েছে। ঠিকাদার Claim-10 ছাড়াও ১৯৯৬ সালে দীর্ঘদিন অসহযোগ আদোলন চলার প্রেক্ষিতে Claim-3, চট্টগ্রাম বন্দরে Rock আমদানির উপর কাস্টমস কর্তৃক নিষেধাজ্ঞা জারীর ফলে Claim-6, অতিরিক্ত ড্রেজিং এর জন্য Claim-7 এবং পূর্ব পাড়ে ground condition পরিবর্তনের জন্য Claim-9 দাখিল করেছে।

৬। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে চুক্তি নং-২ এর ঠিকাদারের সাথে Negotiation প্রক্রিয়ায় এখন পর্যন্ত তেমন অংশগতি হয়নি। অন্যদিকে ঠিকাদার Negotiation ত্বরিত করার জন্য বার বার তাগিদ দিচ্ছে। চুক্তি মোতাবেক অর্ধাং DRB, Arbitration এর প্রক্রিয়ায় এই সকল Claim নিষ্পত্তি অত্যন্ত ব্যয়বহুল মনে করে কমিটি Negotiation প্রক্রিয়া চালিয়ে যাওয়ার প্রস্তাৱ করেছে। কারণ Arbitration প্রক্রিয়ায় প্রত্যেকটি Claim এর জন্য কেবল ফি বাবদ খরচ হবে প্রায় ২.৫০-৩.০০ কোটি টাকা পর্যন্ত। তাছাড়া আন্তর্জাতিক আদালতে এই সকল Claim এর জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র প্রদর্শন করার মত যথেষ্ট অভিজ্ঞতা সম্পন্ন জনবল যবসেকে না থাকায় যবসেকের উপস্থাপনার দুর্বলতার কারণে রায় ঠিকাদারের পক্ষে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি। সে ফলে সেতু কর্তৃপক্ষকে সুদসহ বিপুল পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করতে হবে। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, কমিটি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে Claim-সমূহ নিষ্পত্তিতে ঠিকাদারকে প্রস্তাৱ দেওয়ার জন্য সৰ্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ পরিমাণ অর্থ নির্ধারণ করেছে। এ বিষয়ে যবসেকের প্রধান প্রকৌশলীর প্রদত্ত মতামতও সভায় বিতরণ কৰা হয়।

৭। আলোচনায় অংশগ্রহণকারী কোন কোন প্রতিনিধি DRB, Arbitration প্রক্রিয়া দীর্ঘমেয়াদী বলে মন্তব্য করেন। কোন কোন প্রতিনিধি Claim সমূহ নিষ্পত্তির জন্য প্রস্তাৱিত সৰ্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণের বিষয়টি যুক্তিযুক্ত নয় এবং ঠিকাদারের সাথে আলোচনার মাধ্যমে Negotiated অর্থের পরিমাণ নির্ধারণের পর তা অনুমোদনের জন্য প্রয়োজন হবে। তাই আলোচনার মাধ্যমে নির্ধারণের পর তা অনুমোদনের জন্য প্রয়োজন হবে। সভায় উপস্থিত অন্যান্য সদস্যগণ এ বিষয়ে একমত প্রকাশ করেন।

৮। বিস্তারিত আলোচনাতে এ বিষয়ে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় :

সিদ্ধান্ত :

(ক) আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি চুক্তি নং-২ এর দাবীসমূহ নিষ্পত্তির জন্য Negotiation প্রক্রিয়া চালিয়ে যাবে।

(খ) চুক্তি নং-২ এর দাবীসমূহ নিষ্পত্তির জন্য আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি এবং ঠিকাদারের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে Negotiated অর্থের পরিমাণ নির্ধারণের পর তা অনুমোদনের জন্য প্রয়োজন হবে।

আলোচনাপত্র-৪ ৪ যমুনা বহমুখী সেতু প্রকল্পের ২ন্দ চুক্তির সংশোধিত VO-13 : Additional Security Measures (টাকা ১২,০৯৯,৯৯৫.০০ + ২,৬৮৯,৮২৭.০০ = ১৪,৭৮৯,৮২২.০০ টাকা) অনুমোদন প্রসঙ্গে।

যমুনা বহমুখী সেতু প্রকল্পের চুক্তি নং-২ এর সংশোধিত VO-13 সভায় পেশ করে ভারপ্রাপ্ত নির্বাহী পরিচালক উল্লেখ করেন যে, ৬৪তম বোর্ড সভায় VO-13 এর অনুমোদিত বায় ছিল ১২,০৯৯,৯৯৫.০০ টাকা। এতে অন্তর্ভুক্ত কাজসমূহ ছিল Upgrade Security Fencing to Housing & Office, Guard House, Police Station at East & West

Bank। এই কাজগুলি ঠিকাদার Sub-Contractor-এর মাধ্যমে সম্পন্ন করা হচ্ছে। পরবর্তীতে ঠিকাদার Miscellaneous Claim-এর অধীনে আরও ৩২,৮৪,১০১.০০ টাকা দাবি করেছে। সিএসসি মূল্যায়ন করে ২৬,৮৯,৮২৭.০০ টাকা অনুমোদনের জন্য জেএমবিএ-কে প্রস্তাব করেছে। এর মধ্যে Guard Shed নির্মাণের জন্য Overhead সহ ১২,৬২,০৭৭.০০ টাকা (যা অনুমোদিত VO তে অন্তর্ভুক্ত ছিল না) এবং ৬৪তম বোর্ড সভায় অনুমোদিত আইটেমসমূহের উপর ২৫% Overhead এর পরিবর্তে ৩৭.৯৫% Overhead ধরার জন্য অতিরিক্ত ১৪,২৭,৭৫০.০০ টাকা।

২। ভারপ্রাপ্ত নির্বাহী পরিচালক আরও উল্লেখ করেন যে, সিএসসি-এর মতে Provisional আইটেমের ক্ষেত্রে Overhead ২৫% হয়ে থাকে এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে ৩৭.৯৫%। উল্লেখিত কাজসমূহ Provisional আইটেমের আওতায় না হওয়ায় এ ক্ষেত্রে Overhead হবে ৩৭.৯৫%। অতএব VO-13 এর সংশোধিত ব্যয় ১,২০,৯৯,৯৯৫.০০ টাকা (৬৪তম বোর্ড সভায় অনুমোদিত) + ২৬,৮৯,৮২৭.০০ টাকা (অতিরিক্ত) = ১,৪৭,৮৯,৮২২.০০ টাকা। এখানে উল্লেখ্য যে ইতিপূর্বে ১,৪৭,৮৯,৮২২.০০ টাকা ব্যয় সম্বলিত সংশোধিত VO-13 মাননীয় যোগাযোগ মন্ত্রী অনুমোদন করেছেন।

৩। আলোচনাতে এ বিষয়ে সভায় নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় :

সিদ্ধান্ত:

যমুনা বহুমুখী সেতু প্রকল্পের চুক্তি নং-২ এর আওতায় ১,৪৭,৮৯,৮২২.০০ (এক কোটি সাতচাল্লিশ লক্ষ উনাৰবই হাজার আটশত বাইশ) টাকা ব্যয় সম্বলিত সংশোধিত VO-13 : (Additional Security Measures) সভায় ঘটনাত্ত্বের অনুমোদিত হয়।

আলোচ্যসূচী-৫ : উপদেষ্টা প্রতিষ্ঠান RPT-NEDECO-BCL-এর চুক্তির মেয়াদ বৃদ্ধিকরণ প্রসঙ্গে।

উপদেষ্টা প্রতিষ্ঠান RPT-NEDECO-BCL-এর চুক্তির মেয়াদ বৃদ্ধিকরণের বিষয়টি ভারপ্রাপ্ত নির্বাহী পরিচালক বোর্ড সভায় পেশ করে জানান যে, যমুনা বহুমুখী সেতু প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন সময় হতে তদারকীর জন্য ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে RPT-NEDECO-BCL নিয়োজিত আছে। প্রকল্পের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে ২০শে জুন, ১৯৯৮। উক্ত উপদেষ্টা প্রতিষ্ঠানের মূল চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার পরও বিভিন্ন প্রয়োজনে ৩য় দফায় চুক্তি সংশোধন করতে হয়।

২। এ প্রসঙ্গে তিনি উল্লেখ করেন যে, ৩য় সংশোধনীর মেয়াদ ইতিপূর্বে সম্পন্ন হলেও কিছু কাজ এখনও বাকি রয়ে গেছে এবং এজন্য উপদেষ্টা প্রতিষ্ঠানের কিছু কিছু বিশেষজ্ঞের সেবার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। যেসব কাজ এখনও বাকী রয়ে গেছে সেগুলো হলো চুক্তি নং-১ এর অধীন Final account প্রণয়ন এবং outstanding/remedial কাজসমূহ, চুক্তি নং-২ এর Final account প্রণয়ন এবং overcertification এবং চুক্তি নং-৩ ও ৪ এর অধীনে expansion joint ও electrical কাজসমূহ। এছাড়াও চুক্তি নং-২ এর claims settlement এর বিষয়ে সিএসসি'র সেবার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে এবং এ জন্য চুক্তির ৪র্থ সংশোধনীর প্রস্তাব করা হয়েছে। ৪র্থ সংশোধনীর জন্য অতিরিক্ত বায় প্রাক্কলন করা হয়েছে ৯২ লক্ষ টাকা (পাউন্ড স্টালিং ৭০,৮০০.০০ এবং ডাচ গিন্ডার ১,৮৩,০০০.০০)। বিষয়টি অনুমোদনের জন্য বোর্ড সভায় পেশ করা হয়।

সিদ্ধান্ত:

উপরোক্তিত কারণসমূহ যুক্তিসঙ্গত বিবেচিত হওয়ার প্রেক্ষিতে অতিরিক্ত ব্যয় (৯২ লক্ষ টাকা) সম্বলিত (অনুচ্ছেদ-২ এ বর্ণিত) উপদেষ্টা প্রতিষ্ঠান RPT-NEDECO-BCL-এর ৪র্থ সংশোধনী চুক্তি সভায় অনুমোদিত হয়।

M

আলোচনাপত্র-৬ : পুনর্বাসন প্রকল্প ছকের বাস্তবায়নকাল ১৯৯৩-৯৪~২০০০-২০০১ পর্যন্ত বহাল রাখা প্রসঙ্গে।

পুনর্বাসন প্রকল্প ছকের বাস্তবায়নকাল ১৯৯৩-৯৪ সাল হতে ২০০০-২০০১ সাল পর্যন্ত বহাল রাখার বিষয়টি ভারপ্রাণ নির্বাহী পরিচালক সভায় উপস্থাপন করেন। তিনি সভায় জানান যে, ১৯৯৪ সালে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত পুনর্বাসন প্রকল্প ছকে প্রদর্শিত বিভিন্ন কর্মসূচীর জন্য বরাদ্দ ছিল ১৬৩.২০ কোটি টাকা এবং প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল নির্ধারণ করা হয়েছিল ১৯৯৩-৯৪ সাল থেকে ১৯৯৯-২০০০ সাল পর্যন্ত। তিনি উল্লেখ করেন যে, পরবর্তীতে ৭৫.০০ কোটি টাকার সংশোধিত প্রকল্প ছক দাখিল করা হলে উক্ত বরাদ্দ হতে আরও অর্থহাস করে ৬৪.২৪ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয় এবং বাস্তবায়নকাল নির্ধারণ করা হয় ১৯৯৩-৯৪ হতে ২০০০-২০০১ সাল পর্যন্ত। কিন্তু অর্থহাস করার ফলে পুনর্বাসন প্রকল্পের কর্মসূচীগুলো সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে না বিধায় ৭৫.০০ কোটি টাকার সংশোধিত প্রকল্প ছকটির বরাদ্দ বহাল রাখার জন্য আবেদন জানানো হলে ৭৫.০০ কোটি টাকার সংশোধিত প্রকল্প ছকের বরাদ্দ বহাল রাখা হলেও শর্ত বেঁধে দেয়া হয় যে প্রকল্পের কাজ ডিসেম্বর, ২০০০ এর মধ্যে সমাপ্ত করতে হবে।

২। তিনি আরও জানান যে, সংশোধিত পুনর্বাসন প্রকল্প ছকের মেয়াদকাল ১৯৯৩-৯৪ হতে ২০০০-২০০১ সাল হিসাব করে কর্ম পরিকল্পনা তৈরী করা হয়। সেই আলোকেই এনজিও ব্রাকের সাথে চুক্তি সম্পাদিত হয়, যার মেয়াদকাল ফেব্রুয়ারী, ২০০০ সাল পর্যন্ত। কাজেই ডিসেম্বর, ২০০০ এর মধ্যে পুনর্বাসন প্রকল্পের সমাপ্তি ঘটলে প্রকল্পের পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ শেষ করা সম্ভব হবে না এবং অনেক কর্মসূচীই অসম্ভাষ্ট থেকে যাবে। এ কারণে প্রকল্পের মেয়াদ জুন, ২০০১ সাল পর্যন্ত বহাল রাখা প্রয়োজন।

৩। এ বিষয়ে আলোচনাত্তে সভায় নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় :

সিদ্ধান্ত :

সংশোধিত বায় ৭৫.০০ (পঁচাশ) কোটি টাকা সম্বলিত পুনর্বাসন প্রকল্প ছকের মেয়াদকাল ২০০০-২০০১ সাল এর জুন পর্যন্ত পর্যন্ত বহাল রাখার বিষয়টি বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

আলোচনাপত্র-৭ : পুনর্বাসন প্রকল্প ছকে বিভিন্ন খাতে বরাদ্দকৃত অর্থের Re-appropriation প্রসঙ্গে।

ভারপ্রাণ নির্বাহী পরিচালক পুনর্বাসন প্রকল্প ছকে বিভিন্ন খাতে বরাদ্দকৃত অর্থের Re-appropriation করার আবশ্যিকতার বিষয়টি সভায় পেশ করেন। তিনি জানান যে, ১৯৯৪ সালে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত ১৬৩.২০ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত প্রকল্প ছকটি পরবর্তীতে সংশোধনের প্রয়োজন হয়ে পড়ায় ১৯৯৮ সালে সংশোধিত পুনর্বাসন প্রকল্প ছক প্রণয়ন করা হয় এবং এই সংশোধিত প্রকল্প ছকে ব্যয়ের বরাদ্দ ধরা হয় ৭৫.০০ কোটি টাকা।

২। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, সংশোধিত প্রকল্প ছক অনুযায়ী কর্ম পরিকল্পনা বাস্তবায়নে অর্থ ব্যয়ের ফ্রেত্রে কোন কোন খাতে বরাদ্দকৃত অর্থের চেয়ে বেশি এবং কোন কোন খাতে কম অর্থ ব্যয় হচ্ছে। আর এর প্রধান কারণই হলো সংশোধিত প্রকল্প ছক প্রণয়নকালে পুনর্বাসন নীতিমালা অনুযায়ী ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের সম্মান্ত্বণ দাবি যথাযথভাবে নিরূপণ করা সম্ভব হয়নি। ফলে বাস্তবায়নকালে দেখা যায় ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের প্রকল্প ছকে বরাদ্দকৃত অর্থের চেয়ে কোন কোন ফ্রেত্রে অনেক বেশি পরিশোধ করতে হচ্ছে। আবার কোন কোন ফ্রেত্রে বরাদ্দকৃত অর্থের চেয়ে কম ব্যয় হচ্ছে। বর্ণিত কারণেই বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিতে খাতওয়ারী Re-appropriation-এর প্রয়োজন হয়ে পড়ছে।

৩। এ বিষয়ে আলোচনাত্তে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় :

সিদ্ধান্ত :

পুনর্বাসন প্রকল্পের কর্ম পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ফ্রেত্রে প্রকৃত অবস্থা বিবেচনাত্ত্বমে সংশোধিত পুনর্বাসন প্রকল্প ছকে বরাদ্দকৃত অর্থের খাতওয়ারী Re-appropriation-এর প্রস্তাব বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

আলোচনাপত্র-৮ : জেএমবিএ-এর ১৯৯৯-২০০০ আর্থিক সালের হিসাব নিরীক্ষার জন্য বহিরাগত অডিটর
নিয়োগ প্রসঙ্গে।

জেএমবিএ'র ১৯৯৯-২০০০ অর্থ বছরের হিসাব নিরীক্ষার জন্য বহিরাগত অডিটর নিয়োগের প্রস্তাবটি ভারপ্রাণ নির্বাহী
পরিচালক সভায় উপস্থাপন করে বলেন যে, জেএমবিএ'র অধ্যাদেশ নং XXXIV 1985 এর অনুচ্ছেদ-১৮(খ)
অনুযায়ী দুটি চাটার্ড একাউন্টেন্ট ফার্ম দ্বারা কর্তৃপক্ষের বার্ষিক হিসাব নিরীক্ষার বিধান রয়েছে এবং সে মোতাবেক
প্রতি বছর বার্ষিক হিসাব দুটি চাটার্ড একাউন্টেন্ট ফার্ম দ্বারা নিরীক্ষা করা হচ্ছে। ১৯৯৯-২০০০ আর্থিক বছরের
হিসাবের নিরীক্ষা ডিসেম্বর, ২০০০ এর মধ্যেই সমাপ্ত করতে হবে। এ কারণে অডিটর নিয়োগ করা প্রয়োজন।

২। ভারপ্রাণ নির্বাহী পরিচালকের প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে সড়ক ও রেলপথ বিভাগের সচিব, জনাব রেজাউল হায়াত
তাঁর (ভারপ্রাণ নির্বাহী পরিচালক) কাছে জানতে চান, অডিটর নিয়োগ তাঁর মতামত কি? উভয়ে ভারপ্রাণ নির্বাহী
পরিচালক জানান যে, একটি পুরাতন এবং তালিকাভূক্ত ফার্মের মধ্য থেকে একটি নতুন ফার্ম বাছাই করে অডিটর
নিয়োগ করার পথ চালু আছে। ভারপ্রাণ নির্বাহী পরিচালকের প্রস্তাবের সাথে বোর্ডের সকল সদস্য ঐকমত্য পোষণ
করেন এবং পুরাতন হিসেবে চাটার্ড একাউন্টেন্ট ফার্ম একনাবিন এন্ড কোং এবং নতুন হিসেবে আলম চৌধুরী মোস্তফা
এন্ড কোং-কে নির্বাচন করার পক্ষে মত প্রকাশ করা হয়।

৩। আলোচনাতে এ বিষয়ে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় :

সিদ্ধান্ত :

- (ক) ১৯৯৯-২০০০ অর্থ বছরে জেএমবিএ'র হিসাব নিরীক্ষার জন্য চাটার্ড একাউন্টেন্ট ফার্ম : একনাবিন এন্ড
কোং (পুরাতন) এবং আলম চৌধুরী মোস্তফা এন্ড কোং (নতুন)-কে নিয়োগ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
- (খ) বর্তমান হার অনুযায়ী ১৯৯৯-২০০০ অর্থ বছরের জন্য অডিটরদের ফি ৫০,০০০/- টাকা (প্রতিটি ফার্মের
জন্য) হারে প্রদানের বিষয়টি বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

আলোচনাপত্র-৯ : যমুনা বহুমুখী সেতু প্রকল্পের Claim/Dispute-সমূহ নিম্পত্তির লক্ষ্যে গঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয়
কমিটির সভায় অংশগ্রহণকারীদের ফি প্রদান প্রসঙ্গে।

যমুনা বহুমুখী সেতু প্রকল্পের Claim/Dispute-সমূহ নিম্পত্তির লক্ষ্যে গঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটির সভায়
অংশগ্রহণকারীদের ফি প্রদানের বিষয়টি উপস্থাপন করে নির্বাহী পরিচালক উল্লেখ করেন যে, ঠিকাদারদের উপায়ে
Claim/Dispute-সমূহ নিম্পত্তিকল্পে ৬৫তম বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী চার সদস্য বিশিষ্ট আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি
গঠন করা হয়। ৬৭তম বোর্ড সভায় প্রতি বৈঠকের জন্য আহবায়ক-কে ১,৫০০/- টাকা ও অন্যান্য সদস্যদের বৈঠক
প্রতি ১,৫০০/- টাকা নির্ধারণ করা হয়। পরবর্তীতে ৬৮ তম বোর্ড সভায় কমিটির আহবায়কের সম্মানী পুনর্ঘন্তব্যাবলম্বন
করা হয় মাসিক ৩০০০,০০ মার্কিন ডলার। পিঞ্জাইদের সহায়তা প্রয়োজন হলে ঘন্টা প্রতি ২,০০০/- এবং ১,৮০০/-
(সদস্যের প্রাপ্ত্যা অনুযায়ী) সম্মানি নির্ধারণ করা হয়।

২। এ প্রসঙ্গে তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, অর্থ মন্ত্রণালয় হতে প্রকাশিত “প্রকল্পের ব্যয় বিভাজন সংক্ষিপ্ত সার”
অনুসারে খাত নং ৪৮০০ (সরবরাহ ও সেবা) এর অধীনে উপর্যাত ৪৮,৯৫ এ কমিটি মিটিং বাবদ ব্যয় নির্ধারণের
বিষয়টি উল্লেখ করা আছে। উল্লেখ্য যে, আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটির সভায় অংশগ্রহণের জন্য ফি বাবদ প্রায় ১০.০০ লক্ষ
টাকা খরচ হতে পারে। তাই আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটির সদস্য এবং সভায় অংশগ্রহণকারী অন্যান্য সদস্যদের (পিঞ্জাই,
এমসি, সিএসিসি ও ওমাক ব্যতীত) ফি বাবদ বৈঠক প্রতি ১৫০০/- টাকা হারে প্রস্তাব করা হয়েছে, যা ২/১১/২০০০ ইং

তারিখে মাননীয় যোগাযোগ মন্ত্রী অনুমোদন করেছেন এবং ইহা বোর্ড সভায় ঘটনাত্ত্বের অনুমোদনের জন্য পেশ করা হয়।

৩। এ বিষয়ে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় :

সিদ্ধান্ত :

যমুনা বহুযুক্তি সেতু প্রকল্পের বিভিন্ন চুক্তির আওতায় ঠিকাদারদের উত্থাপিত Claim/Dispute-সমূহ নিম্নগতে অনুষ্ঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটির প্রতি সভায় অংশগ্রহণকারী সদস্য এবং অন্যান্যদের (পিওই, এমসি, সিএসসি, ও ওমাক ব্যতীত) বৈষ্টক প্রতি ১৫০০/- হারে ফি প্রদানের বিষয়টি ঘটনাত্ত্বের অনুমোদিত হয়।

আলোচ্যসূচী-বিবিধ-১ : যবসেক কর্তৃক নিয়োগকৃত প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তাদের কম্পিউটার ক্রয়ের জন্য
সর্বোচ্চ ৬০,০০০.০০ (ষাট হাজার) টাকা অগ্রিম প্রদান প্রসঙ্গে।

ভারপ্রাণ নির্বাহী পরিচালক যবসেক কর্তৃক নিয়োগকৃত প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তাদের কম্পিউটার ক্রয়ের জন্য সর্বোচ্চ ৬০,০০০/- (ষাট হাজার) টাকা অগ্রিম প্রদানের প্রস্তাব সভায় পেশ করেন। তিনি জানান যে, সম্পত্তি অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগের অধীনস্থ বাজেট অনুবিভাগ কর্তৃক সরকারী কর্মকর্তাদের কম্পিউটার ব্যবহারে দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকার কম্পিউটার ক্রয়ের জন্য আগ্রাহী কর্মকর্তাগণকে অগ্রিম প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। এই অগ্রিম প্রদানের ক্ষেত্রে একটি নীতিমালাও প্রণয়ন করা হয়েছে। সেই নীতিমালা অনুসরণে ইতোমধ্যে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও তাদের অধীনস্থ দণ্ডনির্দেশনা কর্মকর্তাদের, এবং স্বায়ত্ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানে প্রেষণে নিয়োজিত কর্মকর্তাদেরও কম্পিউটার ক্রয়ে অগ্রিম প্রদান করা হচ্ছে।

২। তিনি জানান যে, যমুনা বহুযুক্তি সেতু কর্তৃপক্ষ একটি স্বায়ত্ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পন্ন কর্মকর্তা চাকুরী করেছেন। প্রেষণে নিযুক্ত সরকারী কর্মকর্তাগণকে এই অগ্রিম প্রদান করা হচ্ছে। কিন্তু যবসেক কর্তৃক নিয়োগকৃত কর্মকর্তাগণকে বোর্ডের অনুমোদন ব্যতীত প্রদান করা যায় না। তিনি আরও জানান যে, অর্থ মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ অর্থ বিভাগের বাজেট অনুবিভাগ কর্তৃক প্রণীত নীতিমালায় শেষাংশে বলা হয়েছে “ক্যাডার বিহীন কর্মকর্তাগণ স্বীয় মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দণ্ডনির্দেশনা/অধিদণ্ডন-এর বরাদ্দ হইতে অগ্রিম গ্রহণ করিতে পারিবেন,”। এ ছাড়াও যবসেক-এর চাকুরী প্রবিধানমালার দশম অধ্যায়ের ক্রমিক নং ৫৭-তে বর্ণিত আছে “যে ক্ষেত্রে প্রবিধানমালার কোন বিষয়ে সরকারী কর্মচারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কোন বিধিমালা বা আদেশ বা নির্দেশ প্রয়োগ বা অনুসরণে অসুবিধা দেখা দেয়, সেক্ষেত্রে অধিবিভাগ সরকারের কোন সাধারণ বা বিশেষ নির্দেশ সাপেক্ষে লিখিত আদেশ দ্বারা, উক্ত বিষয়ে প্রযোজ্য বা অনুসরণীয় পদ্ধতি নির্ধারণ করতে পারবে এবং এই ব্যাপারে অধিবিভাগ সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হবে”।

৩। ভারপ্রাণ নির্বাহী পরিচালকের উপস্থাপিত এ প্রত্বাবটিকে সড়ক ও রেলপথ বিভাগের সচিব, সৈয়দ বেজাউল হায়াত সমর্থন করেন। তাছাড়া তিনি এ মর্মে মতামত ব্যক্ত করেন যে, বর্তমান সরকার কম্পিউটার ব্যবহারে দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকারী, আধা-সরকারী, স্বায়ত্ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানে কর্মরত প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তাগণকে এই অগ্রিম প্রদান করে কম্পিউটার ক্রয়ে উৎসাহ প্রদান করেছেন। সেক্ষেত্রে অত্র কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিয়োগকৃত প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তাদের সুবিধা প্রদান করা যেতে পারে। তাঁর (সচিব, সড়ক ও রেলপথ বিভাগ) এ বক্তব্যের সাথে বোর্ডের অন্যান্য সদস্যগণও একমত পোষণ করেন।

M

৪। আলোচনাত্তে এ বিষয়ে সভায় নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় :

সিদ্ধান্ত :

যবসেক কর্তৃক নিয়োগকৃত প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তাগণকে কম্পিউটার ক্রয়ের জন্য সর্বোচ্চ ৬০,০০০/- (ষাট হাজার) টাকা অধিম প্রদানের প্রস্তাব বোর্ড সভা অনুমোদন করে, যা সরকারের নীতিমালা অনুযায়ী পরিশোধযোগ্য হবে।

আলোচ্যস্টী-বিবিধ-২ : যবসেক-এ কর্মরত ও জন কর্মচারী এবং সিরাজগঞ্জের প্রান্তিন এডিসি (রাজস্ব)-এর আকস্মিক মৃত্যুজনিত কারণে এবং সড়ক দূর্ঘটনায় আহত সহকারী প্রকৌশলীর চিকিৎসাত্ত্বের অনুদান প্রসঙ্গে।

ভারপ্রাণ নির্বাহী পরিচালক প্রথমে সিরাজগঞ্জ জেলার প্রান্তিন জেলা প্রশাসক এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর একান্ত সচিবের অনুরোধের প্রেক্ষিতে প্রান্তিন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক মরহুম জনাব মোহাম্মদ আমান উল্লাহ, এর পরিবারকে অনুদান প্রাপ্তির আবেদন পত্রটি পেশ করেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, যমুনা সেতু প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন সিরাজগঞ্জ জেলাধীন ৩৫০০ একর ভূমি অধিগ্রহণ কার্যক্রমে মরহুম জনাব মোহাম্মদ আমান উল্লাহ সততা ও নিষ্ঠার সহিত আন্তরিকভাবে কাজ করার ফলে যথা সময়ে পশ্চিম তৌরের ভূমি অধিগ্রহণ করে নদীশাসন, সেতু ও সড়ক নির্মাণের কাজ শুরু করার জন্য ঠিকাদারের নিকট হস্তান্তর করা সম্ভব হয়। ঐ সময় যথাসময় জমি অধিগ্রহণ করে হস্তান্তর করা সম্ভব হওয়ায় ঠিকাদারদের বিপুল পরিমাণ অর্থ ক্ষতিপূরণ প্রদানের বুকি এড়ানো সম্ভব হয়। আকস্মিক মৃত্যুর কারণে মরহুম আমান উল্লাহ পরিবার তার অকাল মৃত্যুতে তার বিধবা জ্ঞানী, স্কুলগামী তিনটি সন্তান নিয়ে চরম অসহায় অবস্থার সম্মুখীন হয়েছেন। বিষয়টি সভায় পেশ করা হলে পিওই সদস্য ডঃ আইনুন নিশাত বলেন, যে কর্মকর্তার নিষ্ঠা ও কর্ম দক্ষতায় দ্রুত জমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম সমাপ্ত করে পশ্চিম তৌরের কাজ যথাসময় শুরু করার কারণে সেতু কর্তৃপক্ষ বিপুল পরিমাণ ক্ষতিপূরণ অর্থ এড়াতে সক্ষম হয়েছে এমন মরহুম কর্মকর্তার দুঃস্থি পরিবারকে সম্মানজনক আর্থিক অনুদান প্রদান করা কর্তৃপক্ষের মানবিক ও নৈতিক দায়িত্ব। বোর্ড সভায় উপস্থিত সদস্যগণ ডঃ নিশাতের সঙ্গে একমত পোষণ করে মরহুম আমান উল্লাহর পরিবারকে এক লক্ষ টাকার অনুদান প্রদানের প্রস্তাবে একমত হন।

২। ভারপ্রাণ নির্বাহী পরিচালক প্রবর্তীতে যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষের সহকারী প্রকৌশলী জনাব শারফুল ইসলাম সরকার-এর অনুদানের আবেদন পত্রের বিষয়টি পেশ করে উল্লেখ করেন যে, প্রকল্পের নির্মাণ কাজ চলাকালীন প্রকল্প এলাকায় কর্মরত অবস্থায় উক্ত প্রকৌশলী ১৮/১০/১৯৯৬ ইং তারিখে সড়ক দূর্ঘটনায় মারাত্মকভাবে আহত হন। ঐ সময় তিনি প্রায় একমাস মনোয়ারা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। তাছাড়া প্রবর্তীতে তার দেহে আরও দু'বার বড় ধরণের অস্ত্রোপাচার করতে হয়। ফলশ্রুতিতে বিভিন্ন সময়ে চিকিৎসা বাবদ তার ব্যয় হয়েছে প্রায় ১,৪০,০০০/- (এক লক্ষ চাল্লিশ হাজার) টাকা, যা খণ্ড করে তাকে সংগ্রহ করতে হয়েছে। সহকারী প্রকৌশলী জনাব শারফুল ইসলাম সরকার এ বিষয়ে সাহায্যের জন্য সেতু কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন জানিয়েছেন। আলোচনাত্তে আবেদনকারীর চিকিৎসার ব্যয় মিটানোর জন্য ভাট্টাচার প্রদান সাপেক্ষে এক লক্ষ টাকা অনুদান প্রদানের বিষয়ে সকলে একমত হন।

৩। সবশেষে ভারপ্রাণ নির্বাহী পরিচালক উল্লেখ করেন যে, সেতু কর্তৃপক্ষে কর্মরত ও জন কর্মচারী জনাব আলী আকবর, হিসাব সহকারী; জনাব মোঃ এহসান উল্লাহ, নিরাপত্তা প্রহরী এবং জনাব মোঃ সফিউদ্দিন, টেলেটাইপিস্ট হস্তবন্ধের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে বিগত তিনি মাসে মৃত্যুবরণ করেন। তাদের দাফনের জন্য প্রত্যেকের ৫০০০/- টাকা হারে মোট ১৫,০০০/- এবং তাঁদের আত্মার মাগফেরাত কামনার জন্য মিলাদ বাবদ ৮,০০০/- টাকা সহ সর্বমোট ২৩,০০০/- টাকা ব্যয় হয়েছে, যা অনুদান হিসাবে অত্র কর্তৃপক্ষ হতে প্রদান করা হয়।

M

৪। আলোচনাত্তে উল্লেখিত বিষয়সমূহের উপর নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

সিদ্ধান্তঃ

- (ক) সিরাজগঞ্জ জেলার প্রাক্তন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক মরহুম জনাব মোহাম্মদ আমান উল্লাহ, এর পরিবারকে সেতু কর্তৃপক্ষের কনটিনজেন্সি তহবিল হতে অনুদান হিসেবে ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা প্রদানের বিষয়টি বোর্ড অনুমোদন করে।
- (খ) যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষের সহকারী প্রকৌশলী জনাব শারফুল ইসলাম সরকার-এর চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় ভাউচার দাখিল সাপেক্ষে ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা সেতু কর্তৃপক্ষের কনটিনজেন্সি তহবিল হতে প্রদানের বিষয়টি বোর্ড সম্মতি প্রদান করে।
- (গ) যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষের ৩ জন কর্মচারী জনাব আলী আকবর, হিসাব সহকারী; জনাব মোঃ এহসান উল্লাহ, নিরাপত্তা প্রধারী এবং জনাব মোঃ সফিউদ্দিন-এর দাফন বাবদ ১৫,০০০/- (পন্থ হাজার) টাকা (প্রত্যেকে ৫০০০/- টাকা হারে) এবং তাঁদের আত্মার মাগফেরাতের জন্য মিলাদ বাবদ ব্যয়িত ৮,০০০/- টাকা সহ সর্বমোট ব্যয়িত ২৩,০০০/- (তেইশ হাজার) টাকা সভায় অনুমোদিত হয়।

আলোচ্যসূচী-বিবিধ-৩ঃ বঙ্গবন্ধু সেতু পারাপারের জন্য সশন্ত্রবাহিনীকে টোল অব্যাহতি প্রদান প্রসঙ্গে।

সশন্ত্রবাহিনী কর্তৃক বার বার অনুরোধের প্রেক্ষিতে বঙ্গবন্ধু সেতু পারাপারের জন্য সশন্ত্রবাহিনীকে টোল প্রদান থেকে অব্যাহতি দেয়ার প্রসঙ্গটি ভারপ্রাণ নির্বাহী পরিচালক সভায় পেশ করেন। তিনি জানান যে, সশন্ত্র বাহিনীকে টোল প্রদান থেকে অব্যাহতি দেয়ার জন্য কর্তৃপক্ষের নিকট তারা আবেদন জানিয়েছেন। কিন্তু কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে অপরাগতা প্রকাশ করে। সেতু কর্তৃপক্ষের নিকট সশন্ত্র বাহিনীর বারবার আবেদনের প্রেক্ষিতে অবশ্যে কর্তৃপক্ষ যবসেক-এর আইন উপদেষ্টা সৈয়দ ইশতিয়াক আহমদ এর নিকট এ বিষয়টির ওপর মতামত গ্রহণের জন্য পাঠায়। বিজ্ঞ আইন উপদেষ্টা এ মর্মে মতামত প্রদান করেন যে, যবসেক অডিন্যাসে কোন সংস্থাকে টোল পরিশোধ হতে অব্যাহতি প্রদানের এখতিয়ার যবসেক-এর বয়েছে এবং প্রশাসনিক ও আর্থিক বিবেচনার ভিত্তিতে এ বিষয়ে যবসেক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে।

২। ভারপ্রাণ নির্বাহী পরিচালক উল্লেখ করেন যে, সেতু পারাপারে টোল মওকুফের অনুরোধ জানিয়ে আরও অন্যান্য সংস্থা যেমন ৪ বাংলাদেশ পুলিশ, বিডিআর, ফায়ার বিথেড, কমিশনার, জেলা প্রশাসক ও অন্যান্য কর্তৃপক্ষ সেতু কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন জানিয়েছে। সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট টোল মওকুফের ব্যাপারে যবসেক অপরাগতা প্রকাশ করেছে। কারণ একটি সংস্থার টোল মওকুফ করা হলে অন্যান্য সংস্থাকেও সে সুযোগ প্রদানের ক্ষেত্রে যবসেক-এর একটি নীতিগত বাধ্যবাধকতা চলে আসবে।

৩। তিনি বোর্ডকে আরও জানান যে, বঙ্গবন্ধু সেতু নির্মাণের জন্য সরকার নিজস্ব তহবিল ব্যতীত উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার {বিশ্বব্যাংক, এডিবি, ও ওইসিএফ (বর্তমান জেবিক)} নিকট থেকে ২৪০০.০০ কোটি টাকা ঋণ গ্রহণ করেছে। সেই ঋণের অর্থ আগামী ২০৩৪ সালের মধ্যে সুদসহ পরিশোধ করতে হবে। ঋণ ও সুদের টাকা পরিশোধ করতে প্রতিবছর গড়ে প্রায় ১০০.০০ (একশত) কোটি টাকা প্রয়োজন হবে। তাছাড়া সেতুর রক্ষণাবেক্ষণ ও প্রশাসনিক ব্যয় বাবদ বছরে প্রায় ৪০.০০ (চালিশ) কোটি টাকা ব্যয় হচ্ছে। এ ব্যয় যিটানোর জন্য যবসেক-এর আয়ের প্রধান উৎসই হলো সেতু হতে আদায়কৃত টোলের অর্থ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ সেতু পারাপারে টোল প্রদান করেন। এ সব দিক বিবেচনা করেই যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষের আওতাধীন পরিবেশ ও পুনর্বাসন ইউনিটে কর্মরত কর্মকর্তাদেরও দায়িত্ব পালনের জন্য সেতু পারাপারের সময় টোল প্রদান করা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে তিনি আরও জানান যে, কোন সংস্থাকে সেতু পারাপারে টোল মওকুফ করা হলে এটি একটি দৃষ্টিগত হয়ে দাঁড়াবে। শুধু তাই নয়, এ প্রকল্পের Commercial viability হ্রাস পাবে। কাজেই টোল মওকুফের প্রস্তাব বিবেচনা করা যুক্তিযুক্ত হবে না। তবে সেতুর নিরাপত্তা বিধানের জন্য নিয়োজিত সদস্যদের ক্ষেত্রে সেতু পারাপারে কোন সমস্যা হবে

না। তাঁর এ বক্তব্যের প্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় তথ্যাদিসহ আগামী বোর্ড সভায় এ বিষয়টি পেশ করার জন্য মাননীয় যোগাযোগ মন্ত্রী নির্দেশ দেন।

৪। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

সিদ্ধান্তঃ

বঙ্গবন্ধু সেতু পারাপারে সশস্ত্রবাহিনীকে টৌল মণ্ডুকুফের বিষয়টি আনুসংগিক সকল তথ্যাদিসহ আগামী বোর্ড সভায় পেশ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

আলোচ্যসূচী-বিবিধ-৪ : বঙ্গবন্ধু সেতুর পশ্চিম প্রান্তে “শিল্প পার্ক” স্থাপনের জন্য যবসেক-এর জমি হস্তান্তর প্রসঙ্গে।

ভারপ্রাণ নির্বাহী পরিচালক বঙ্গবন্ধু সেতুর পশ্চিম প্রান্তে বিসিক কর্তৃক “শিল্প পার্ক” স্থাপনের জন্য যবসেক’র জমি ভূমি মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে হস্তান্তরের প্রস্তাবটি সভায় উপস্থাপন করেন। তিনি জানান যে, বঙ্গবন্ধু সেতুর পশ্চিম প্রান্তে শিল্প মন্ত্রণালয় এবং বিসিক কর্তৃক প্রস্তাবিত শিল্প পার্ক স্থাপনের জন্য প্রথমতঃ যবসেক-এর ৫৭ একর জমি বিসিক-কে প্রদানের নীতিগত সম্মতি কর্তৃপক্ষ থেকে জানানো হয়েছিল। পরবর্তীতে প্রস্তাবিত অব্যবহৃত এ জমির পরিমাণ উল্লেখ করা হয় ৬০.৮৭ একর। যবসেক রেল লাইন, Reclamation এলাকা এবং কেপিআই এলাকাভূক্ত জমি ব্যতীত অন্যান্য অব্যবহৃত জমি শিল্প পার্ক স্থাপনের জন্য শর্ত সাপেক্ষে হস্তান্তরের বিষয়ে সম্মতি প্রদান করে।

২। তিনি আরও জানান যে, ম্যাপে (সংযুক্ত) প্রদর্শিত ঝিল্জাকৃতির জায়গাটি নীচু এলাকা এবং বর্তমানে এ জায়গা যবসেক-এর কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে না এবং ভবিষ্যতে প্রয়োজন হওয়ার সম্ভাবনা নাই। তাছাড়া, সেতুর পশ্চিম প্রান্তে প্রস্তাবিত সেনানিবাস থেকে একটু দূরে হওয়ায় কেপিআই-এর কোন সমস্যা হবে না। কাজেই এ জমি বিসিক-কে শর্ত সাপেক্ষে ভূমি মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে হস্তান্তর করা যায়।

৩। ভারপ্রাণ নির্বাহী পরিচালকের এ প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে সড়ক ও রেলপথ বিভাগের সচিব জানান যে, নিয়ম মোতাবেক এ অব্যবহৃত জমি যবসেক-এর কাজে না লাগলে তা ভূমি মন্ত্রণালয়ে ফেরত দেয়াই সমীচীন হবে। ভূমি মন্ত্রণালয় বিবেচনা করবে এ জমি কোন সংস্থাকে প্রদান করা যায় কি না। তাঁর (সচিব, সড়ক ও রেলপথ বিভাগ) এ মতামতের সাথে বোর্ডের অন্যান্য সদস্য একমত পোষণ করেন।

৪। এ বিষয়ে সভায় নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

সিদ্ধান্তঃ

অনুচ্ছেদ-১ এ বর্ণিত যসমিক-এর অব্যবহৃত জমি (৬০.৮৭ একর) ভূমি মন্ত্রণালয়কে ফেরত প্রদানের বিষয়ে বোর্ড কর্তৃক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

আলোচ্যসূচী-বিবিধ-৫ : যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষের প্রাক্তন অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন) ক্যাপ্টেন (অবঃ) জামিলুর রহমান খান কর্তৃক গৃহ নির্মাণ বাবদ গৃহীত অধিমের সুদ পরিশোধ প্রসঙ্গে।

যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষের প্রাক্তন অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন) ক্যাপ্টেন (অবঃ) জামিলুর রহমান খান কর্তৃক গৃহ নির্মাণ বাবদ গৃহীত অধিমের সুদ পরিশোধের বিষয়টি ভারপ্রাণ নির্বাহী পরিচালক সভায় উপস্থাপন করেন। তিনি সভায় জানান যে, ক্যাপ্টেন (অবঃ) জামিলুর রহমান খান গৃহ নির্মাণের উদ্দেশ্যে যবসেক হতে ১০/০১/৯১ ইং তারিখে

৮০,০০০/- (আশি হাজার) টাকা অধিম প্রহণ করেন। অতপরঃ ৩০/০৯/৯১ ইং তারিখে যবসেক হতে বদলী হয়ে অন্যত্র চলে যান।

২। তিনি আরও জানান যে, কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অধিম বাবদ যে ৮০,০০০/- (আশি হাজার) টাকা তাকে প্রদান কর হয়েছে, সেই টাকা জানুয়ারী, ১৯৯২ হতে ৭২ কিস্তিতে কর্তৃপক্ষকে পরিশোধ করে দেয়ার কথা থাকলেও বিগত ৮ বছরে অনেক তাগিদ পত্র প্রেরণের প্রেক্ষিতে সম্প্রতি তিনি মূল অর্থ পরিশোধ করেছেন। ফলে উক্ত অধিমের বিপরীতে তার কাছে সুদ বাবদ কর্তৃপক্ষের মোট পাওনা হয়েছে ৬৫,৬৭৩/- (পঁয়ষষ্ঠি হাজার ছয়শত তেয়াত্তর) টাকা। ভারপ্রাণ নির্বাহী পরিচালক উল্লেখ করেন যে, জনাব জামিলুর রহমান খান সুদ বাবদ ৬৫,৬৭৩/- (পঁয়ষষ্ঠি হাজার ছয়শত তেয়াত্তর) টাকা মওকুফ করার অনুরোধ জানিয়ে ঘূর্ণনা সেতু বিভাগের সচিব বরাবর একটি আবেদনপত্র দাখিল করেছেন। তাঁর (ভারপ্রাণ নির্বাহী পরিচালক) এ বক্তব্যের প্রেক্ষিতে জেএমবি'র বোর্ডের সভাপতি, মাননীয় যোগাযোগ মন্ত্রী ও সড়ক ও রেলপথ বিভাগের সচিব, সৈয়দ রেজাউল হায়াত অভিমত ব্যক্ত করে বলেন যে, সুদ মওকুফ করার ক্ষমতা অর্থ মন্ত্রণালয়ের। মাননীয় যোগাযোগ মন্ত্রী ও সচিব, সড়ক ও রেলপথ বিভাগ-এর বক্তব্যের সাথে সভায় সকল সদস্যই একমত পোষণ করেন।

৩। এ বিষয়ে আলোচনার পর নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় :

সিদ্ধান্ত :

যমুনা বঙ্গবন্ধু সেতু কর্তৃপক্ষের প্রাক্তন অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন) ক্যাপ্টেন (অবঃ) জামিলুর রহমান খান কর্তৃক গৃহ নির্মাণ ববাদ গৃহীত অধিমের বিপরীতে যবসেক কর্তৃক সুদ বাবদ প্রাপ্ত ৬৫,৬৭৩/- (পঁয়ষষ্ঠি হাজার ছয়শত তেয়াত্তর) টাকা মওকুফের বিষয়টি অর্থ মন্ত্রণালয়ের মতামত প্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

আলোচনাসূচী-বিবিধ-৬ঃ বঙ্গবন্ধু সেতু এলাকায় সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত লঞ্চ মালিক এবং লঞ্চ ঘাটের হোটেল ও দোকান মালিকদের ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসনের আবেদনের ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসনের আবেদন প্রসঙ্গে।

ভারপ্রাণ নির্বাহী পরিচালক বঙ্গবন্ধু সেতু এলাকায় সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত লঞ্চ মালিক এবং লঞ্চ ঘাটের হোটেল ও দোকান মালিকদের ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসনের আবেদনের বিষয়টি বোর্ড সভায় পেশ করেন। তিনি জানান যে, বঙ্গবন্ধু সেতু নির্মাণের ফলে ভূয়াপুর সিরাজগঞ্জ রুটে ২৯টি লঞ্চ বন্ধ হয়ে গেছে মর্মে লঞ্চ মালিক সমিতি জানান এবং এজন্য লঞ্চ মালিকগণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে সিরাজগঞ্জ লঞ্চ মালিক সমিতি ক্ষতিপূরণের জন্য সেতু কর্তৃপক্ষের নিকট দীর্ঘদিন ধরে আবেদন জানিয়ে আসছেন।

২। তিনি সভায় আরও উল্লেখ করেন যে, অনুরূপভাবে লঞ্চ ঘাটের ক্ষতিগ্রস্ত হোটেল ও দোকান মালিকরা ও তাদেরকে ক্ষতিপূরণ দেয়ার জন্য কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন জানিয়েছেন। লঞ্চ মালিকদের দাবি সম্পর্কে ইতিপূর্বে যবসেকের ৫৩ তম বোর্ড সভায় আলোচিত হয়। বঙ্গবন্ধু সেতুর উপর দিয়ে পায়ে হেঁটে পারাপারের কোন ব্যবস্থা থাকবে না বিধায় জনসাধারণ লঞ্চ যোগেই তখন নদী পার হবে এই মর্মে তখন অভিমত ব্যক্ত করা হয়। এছাড়া তিনি জানান যে, পুনর্বাসন কার্যক্রমের নীতিমালায় লঞ্চ মালিকদের ক্ষতিপূরণ প্রদানের কোন ব্যবস্থা নেই। অধিগ্রহণকৃত জমির উপর যদি কারও দোকান থাকে, তবে সেই দোকানের মালিককে ক্ষতিপূরণ প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে। তার এই বক্তব্যের প্রেক্ষিতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সচিব জানান যে বঙ্গবন্ধু সেতু নির্মাণের ফলে ভূয়াপুর সিরাজগঞ্জ রুটে নদী পথে লঞ্চ চলাচল বন্ধ হলেও লঞ্চ মালিকগণ কোন সম্পত্তি হারাননি। তাদের শুধুমাত্র ব্যবসা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। যেহেতু জমি অধিগ্রহণের ফলে লঞ্চ মালিকগণ কোন সম্পত্তি হারাননি সেহেতু তাদের প্রচলিত আইনে কোন ক্ষতিপূরণ প্রদান করা যায় না। তাঁর (স্বরাষ্ট্র সচিব) এ বক্তব্যকে বোর্ডের সকল সদস্যই সমর্থন করেন।

M

৩। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় :

সিদ্ধান্ত :

ভূয়াপুর সিরাজগঞ্জ রটের লধ্ব মালিক এবং ঘাটের হোটেল ও দোকান মালিকদের ক্ষতিপূরণ প্রদান সংক্রান্ত আবেদন প্রচলিত আইন ঘোতাবেক গ্রহণযোগ্য নয়।

আলোচ্যসূচী-বিবিধ-৭ : যমুনা বহুমুখী সেতু প্রকল্পে অধিগ্রহণকৃত ভূমির অব্যবহৃত জমি উৎপাদনশীল কাজে ব্যবহারের জন্য এনজিও-কে লীজ প্রদানের নীতিগত অনুমোদন প্রসঙ্গে।

ভারপ্রাণ নির্বাহী পরিচালক যমুনা বহুমুখী সেতু প্রকল্পে অধিগ্রহণকৃত ভূমির অব্যবহৃত জমি উৎপাদনশীল কাজে ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত এনজিও-কে লীজ প্রদানের নীতিগত অনুমোদনের প্রসঙ্গটি সভায় উপস্থাপন করেন। তিনি জানান যে, যমুনা বহুমুখী সেতু প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য যে সমস্ত জমি অধিগ্রহণ করা হয়, প্রকল্পের কাজে ব্যবহারের পর অধিগ্রহণকৃত জমির মধ্যে বিশেষকরে ভূয়াপুর হার্ডপয়েন্ট এবং কন্ট্রাষ্ট-৭ এলাকায় রাস্তার দুই পাশে বেশ কিছু জমি অব্যবহৃত অবস্থায় রয়েছে। এ সকল জমিতে মাঝে মধ্যেই অনুপ্রবেশ ও জবর দখলের ঘটনা সংঘটিত হচ্ছে। বার বার জবরদখলকারীদের উচ্ছেদ করা ব্যয় বহুল ও বামেলাপূর্ণ। কাজেই যে সমস্ত জমি অব্যবহৃত অবস্থায় ফেলে না রেখে উৎপাদনশীল কাজে লাগানোই সমীচীন হবে। এর ফলে যবসেকের জমিতে জবর দখল বন্ধ হবে এবং কিছু আয় বৃদ্ধি পাবে।

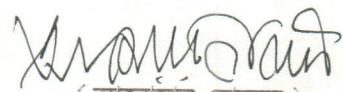
২। তিনি সভায় আরও জানান যে, ইতোমধ্যে এনজিও ব্র্যাক দীর্ঘ মেয়াদী লীজ নিয়ে এ সমস্ত অব্যবহৃত জমিতে ক্ষতিগ্রস্ত এবং পুনর্বাসিত দরিদ্র ব্যক্তিদের সম্পৃক্ত করে চারা উৎপাদন, শাক-শস্জি এবং মৎস্য চাষ প্রকল্প তৈরী করার আগ্রহ প্রকাশ করেছে। তিনি উল্লেখ করেন যে, এ সমস্ত জমি উৎপাদনশীল কাজে ব্যবহার করা হলে নিকটবর্তী ক্ষতিগ্রস্ত এবং পুনর্বাসিত ব্যক্তিদের কর্ম সংস্থান ও আয়ের সুযোগ সৃষ্টি হবে। তাছাড়া এতে যবসেক-এর আয়ের উৎস সৃষ্টি হবে। তাঁর (ভারপ্রাণ নির্বাহী পরিচালক) এ বক্তব্যের সাথে মাননীয় যোগাযোগ মন্ত্রী এবং সড়ক ও রেলপথ বিভাগের সচিব দ্বিমত পোষণ করেন। আইন প্রয়োগকারী সংস্থা দ্বারা কর্তৃপক্ষের অধিগ্রহণকৃত জমিতে অনুপ্রবেশ/জবর দখল বন্ধের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে বলে মাননীয় যোগাযোগ মন্ত্রী মত প্রকাশ করেন। সভার অন্যান্য সদস্যবৃন্দও এ বিষয়ে একমত পোষণ করেন।

৩। এ বিষয়ে আলোচনার পর নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় :

সিদ্ধান্ত :

যমুনা বহুমুখী সেতু প্রকল্পের অব্যবহৃত জমি দীর্ঘ মেয়াদী লীজ প্রদানের প্রস্তাবটি সভার সকল সদস্যর নিকট অগ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয়।

পরিশেষে সভাপতি সভায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।


(আনোয়ার হোসেন)

মন্ত্রী, যোগাযোগ মন্ত্রণালয়

ও

চেয়ারম্যান

যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষ

পরিশিষ্ট-ক

২৬শে নভেম্বর, ২০০০ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষের
৭৩তম বোর্ড সভায় উপস্থিত সদস্য ও কর্মকর্তাবন্দের নামের তালিকা।

ক্রমিক নং	নাম ও পদবী	মন্ত্রণালয়/সংস্থা
১।	সৈয়দ রেজাউল হায়াত, সচিব	সড়ক ও রেলপথ বিভাগ, যোগাযোগ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
২।	জনাব এম. এম. রেজা, সচিব	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৩।	জনাব চৌধুরী মোহাম্মদ মহসীন, সচিব/ সদস্য আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি	বেসামূর্তি বিমান চলাচল ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৪।	জনাব মোঃ ওমর হাদী আহবায়ক	Claim সংক্রান্ত আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি।
৫।	মেজর জেনারেল এম. হারুন-অর-রশীদ সি.জি.এস, সেনা সদর	যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষ, ঢাকা। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, ঢাকা।
৬।	জনাব মোঃ আব্দুল কাদের মিয়া, ভারপ্রাণ নির্বাহী পরিচালক	যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষ, ঢাকা।
৭।	ডঃ এম. এম. সফিউল্লাহ উপদেষ্টা, আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি	বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।
৮।	ডঃ আইনুল নিশাত	পিওই, যমুনা বহুমুখী সেতু প্রকল্প।
৯।	ডঃ এম, ফিরোজ আহমেদ	পিওই, যমুনা বহুমুখী সেতু প্রকল্প, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।
১০।	জনাব মোঃ আবদুর রাজ্জাক যুগ্ম-সচিব	আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
১১।	জনাব মিজানুর রহমান যুগ্ম-সচিব	জ্বালানী ও ধনিজ সম্পদ বিভাগ, ঢাকা।
১২।	জনাব মোঃ হারুনুর রশিদ মি.এণ্ড যুগ্ম-সচিব	ভূমি মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
১৩।	জনাব এ. কে, এম, শামসুজ্জোহা পরিচালক (পিএন্ডএম)	যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষ, ঢাকা।
১৪।	জনাব মুহম্মদ শাহজাহান প্রকল্প পরিচালক	যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষ, ঢাকা।
১৫।	জনাব বেনু গোপাল দে প্রকল্প পরিচালক (পুনর্বাসন)	যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষ, ঢাকা।
১৬।	জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান, অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন)	যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষ, ঢাকা।
১৭।	জনাব রণজিৎ কুমার বিশ্বাস, অতিরিক্ত পরিচালক (পরিবেশ)	যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষ, ঢাকা।
১৮।	জনাব মোঃ খাদেম হোসেন, গবেষণা কর্মকর্তা	ই.আর.ডি.